VIII. বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

রিজলিউশন

তারিখ ঃ ১লা মাঘ, ১৩৯৮ বাং/১৫ই জানুয়ারি, ১৯৯২ইং

নং পিএমইউ (সেচ)-প্রকল্প-২১(৪)/৯০/১৫—যেহেতু বরেন্দ্র ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহের উন্নয়ন ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি 'কর্তৃপক্ষ' গঠন ও আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু সরকার এতদ্বারা নিম্নরূপ রিজলিউশন প্রণয়ন করিলেন ঃ

১। **কর্তৃপক্ষের নাম**—রিজলিউশনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নকল্পে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে যাহা বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত হইবে।

২। **কর্তৃপক্ষের গঠন, ইত্যাদি**—(১) কর্তৃপক্ষ নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) রাজশাহী বিভাগের কমিশনার, পদাধিকারবলে, যিনি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানও হইবেন; (ভিন্ন চেয়ারম্যান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত),

(খ) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(গ) কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারি সদস্য;

(ঙ) ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পদাধিকারবলে;

(চ) বরেন্দ্র প্রকল্প এলাকা যে সকল জেলা প্রশাসকের প্রশাসনিক আওতাধীন অবস্থিত সে সকল জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে।

(২) বরেন্দ্র প্রকল্প এলাকা যে সকল সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সে সকল সংসদ সদস্য পদাধিকারবলে কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) মনোনীত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক এবং অন্যান্য সদস্যগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত বা কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক তাঁহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্বসমূহ পালন ও কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন।

(৫) যদি চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হয় অথবা অনুপস্থিত, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান বা নির্বাহী পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কোন সদস্যকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) কোন মনোনীত সদস্য যে কোন সময় সরকারের বরাবরে লিখিত নোটিশ দ্বারা তাঁহার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৩। **প্রধান কার্যালয়**।—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে বরেন্দ্র এলাকাধীন অন্য যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৪। **কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র**।Íবরেন্দ্র এলাকাধীন যে সকল স্থানের উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বা হইতে পারে এবং বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত হয় বা হইতে পারে সে সকল স্থানের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৫। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর আওতা**।—কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে বরেন্দ্র এলাকা উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করিবে ঃ—

(ক) ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবহার;

(খ) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার;

(গ) সেচকার্যে ব্যবহার্য পানি বন্টন ব্যবস্থা এবং সেচযন্ত্রপাতির নিয়ন্ত্রণ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন;

(ঘ) সেচযন্ত্রপাতির (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং শক্তিচালিত পাম্প) এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহের বিদ্যুতায়ন;

(ঙ) মৎস্য চাষের নিমিত্তে পুকুর পুনঃখনন;

(চ) পরিবেশ-ভারসাম্য সংরক্ষণকল্পে বনায়ন;

(ছ) ফিডার রোডের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(জ) গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে উহাদের নিয়ন্ত্রণ এলাকায় গম, যব, গোলআলু, ডাল ও তৈল বীজের ন্যায় শস্যাদির উৎপাদন দ্বারা ফসলের বৈচিত্রায়ন।

৬। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী**।—কর্তৃপক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাধারণ নির্দেশনা সাপেক্ষে, নিম্নেবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা ঃ—

(ক) বরেন্দ্র এলাকার উন্নয়নকল্পে প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন;

(খ) বিদ্যমান বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পসহ অনুমোদিত প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন;

(গ) কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ এবং অন্যান্য এজেন্সীসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বা উহাদের অংশবিশেষ বাস্তবায়নের জন্য অগ্রীম প্রদান;

(ঘ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক কার্যাবলী ও বিষয়াদি সম্পাদন।

৭। **কর্তৃপক্ষের সভা**।—(১) কর্তৃপক্ষের সভাসমূহ চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের প্রথম সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্যূন তিন জন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তৎপরবর্তী সভায় কোরাম গঠনের জন্য অন্ততঃ চারজন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় চেয়ারম্যান অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে, চেয়ারম্যানের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

৮। **নির্বাহী পরিচালক।**—(১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকার কর্তৃক প্রেষণে বা সরাসরি নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার নিয়োগ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে হইবে।

(২) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কার্য করিবেন এবং কর্তৃপক্ষ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের আয়ন ও ব্যয়ন কার্যাদিসহ উহার দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৯। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) প্রারম্ভিকভাবে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে (Barind Integrated Area Development Project) নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ হিসাবে প্রেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং এই রিজলিউশন কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাদের উপর প্রযোজ্য চাকুরীর শর্তাবলী সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত থাকিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী, উপদেষ্টা, কনসালটেন্ট, নিরীক্ষক এবং ঠিকাদার নিয়োগ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে তাঁহাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সরকারের অনুমোদনক্রমে, উহার কর্মে অন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার অধীনে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী ব্যতীত তিন মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে তিন মাসের বেতন একযোগে প্রদান করিয়া তাঁহার চাকুরীর অবসান করিতে পারিবে।

১০। **পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ উহার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১১। **আর্থিক বিষয়াদি এবং হিসাব।**—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কাজকর্ম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি বৎসর যথাসময়ে একটি বাজেট প্রস্তুত করিবে। বাজেটে উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিবরণীসহ কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের মধ্যে উক্ত বৎসরের শুরুতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং বৎসরের শেষে সম্ভাব্য অবশিষ্টের বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহা ছাড়াও বাজেটে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, সম্মানী, সংস্থাপন এবং অনির্ধারিত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) নির্বাহী পরিচালক বাজেট প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন এবং বাজেট কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত হওয়ার পর তৎসম্পর্কে সরকারি অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) সরকার ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে বাজেটের অর্থ নির্বাহী পরিচালককে প্রদান করিবে এবং তিনি উক্ত অর্থ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক কোন পূর্ব নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) সরকার বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত সকল অর্থ এবং উহার অন্যান্য আয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হইবে।

(৬) অনুমোদিত বাজেটভুক্ত কোন অর্থ নির্বাহী পরিচালক এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্মকর্তা উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধি অনুসারে ব্যয় করিবেন এবং এইরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাহারা উক্ত বিধিতে বর্ণিত বিভাগীয় প্রধান বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) নির্বাহী পরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এক খাতের অর্থ অন্য খাতে স্থানান্তর করিতে পারিবেন।

(৮) স্থায়ী অগ্রিম হিসাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের সমুদয় অর্থ ব্যাংকে কর্তৃপক্ষের নামীয় হিসাবে জমা রাখা হইবে এবং উক্ত অর্থ নির্বাহী পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তার দস্তখতকৃত চেকের মাধ্যমে ব্যাংক হইতে উত্তোলন করা যাইবে।

(৯) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ছকে কর্তৃপক্ষের সকল হিসাব উহার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সংরক্ষিত হইবে।

(১০) কোন বৎসর শেষ হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব কর্তৃপক্ষের অর্থ বিষয়ক কর্মকর্তা উক্ত বৎসরের আর্থিক বিষয়াদির একটি সমন্বিত হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং উহা মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নিরীক্ষা করাইয়া লইবেন এবং তৎপর নিরীক্ষিত বিবরণীটি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সরকার তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।

১২। **বিবিধ।**—(১) বরেন্দ্র এলাকায় অবস্থিত কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেচ বিভাগের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) বরেন্দ্র এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত সমস্ত সেচ যন্ত্রের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে এবং এ বাবদ সমস্ত আয়ও বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (Barind Integrated Area Development Project) বা বিআইএডিপি (বিএডিসি, রাজশাহী নামে পরিচালিত সকল ব্যাংক হিসাব এখন হইতে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা অনুচ্ছেদ **১১** (৮) এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সেচকার্যক্রম এতদ্বারা রহিত করা হইল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উহার কর্মে প্রেষণে কর্মরত যেকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রয়োজন অনুভব না করিলে তাহাকে সরাসরি ছাড়পত্র প্রদান করিয়া তাহার মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

১৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই রিজলিউশনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যকর করার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৪। **ব্যাখ্যা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই রিজলিউশনে—

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(গ) "নির্বাহী পরিচালক' অর্থ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(ঘ) "বরেন্দ্র এলাকা" অর্থ রাজশাহী বিভাগের সেই সকল উঁচু, সাধারণতঃ বন্যামুক্ত কিন্তু প্রায়শঃই খরাকবলিত এবং মূলতঃ এক ফসলী এলাকা, যাহা সাধারণ্যে বরেন্দ্র এলাকা নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে.এম. রব্বানী
সচিব।